ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 79 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৩৫ ● কলকাতা ● ১২ ভাদ্র, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৯ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 42

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরুদেব আরও বললেন, "সেইজন্য সাধারণত ঋষি, মনি সর্বদা ঈশ্বরের ধ্যান করার জন্য জঙ্গলে থাকাই পছন্দ করেন। জঙ্গলে প্রাকৃতিক বাতাবরণ থাকে এবং জঙ্গলের উপর কোন ব্যক্তি-বিশেষের মালিকানা থাকে না। জঙ্গল কোন ব্যক্তির হয় না। 'জঙ্গল' আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য এইজন্য উপযুক্ত হয়।

"ভূমির ব্যাপারটাও এরকমই। ভূমি কার মালিকানায় আছে, সেই মালিকানার উপর নির্ভর করে ঐ ভূমি ফলদায়ী হবে কি হবে না। এক অনুর্বর জমিও যদি কোন সাধুর মালিকানায় আসে তবে ঐ জমিই উর্বর হয়ে যাবে। লোকদের মালিকানা জমির উর্বরতা শেষ করে দিচ্ছে।

ক্রমশঃ

এসএসসি মামলায় সুপ্রিম ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুপ্রিম কোর্টে ফের ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য ও কমিশন। আগামী ৭ দিনের মধ্যে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ সুপ্রিমের। এসএসসির নয়া নিয়োগে এবার তৎপর দেশের শীর্ষ আদালত। 'তালিকায় অযোগ্যরা জায়গা পেলে ফল ভুগতে হতে পারে' জানিয়ে কমিশনকে হুঁশিয়ারি সুপ্রিমের বিচারপতির।এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ফের ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য ও কমিশন। আগামী ৭ দিনের মধ্যে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ সুপ্রিমের। এসএসসির নয়া নিয়োগে এবার তৎপর দেশের শীর্ষ আদালত। 'তালিকায় অযোগ্যরা জায়গা পেলে ফল ভুগতে হতে পারে' জানিয়ে কমিশনকে হুঁশিয়ারি সুপ্রিমের বিচারপতির। কেন এখনও দাগি-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে পারল না কমিশন তা নিয়েও আজ প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতিদের বেঞ্চ। এদিন আদালতের নির্দেশের কোনও অনথ্য হলে তার

এরপর ৫ পাতায়

বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে প্রবেশ মামলায় হাইকোর্টে জোর ধাক্কা শুভেন্দুর

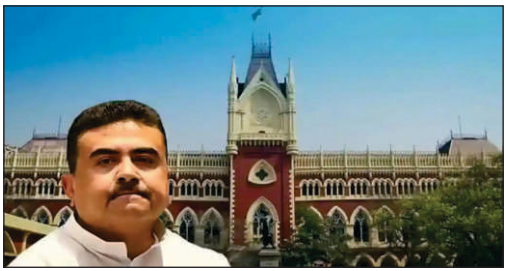

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: বিধানসভার এলাকার মধ্যে বিধায়কদের নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রবেশাধিকার নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলায় সচিবের সিদ্ধান্ত নিয়ে সরাসরি কোন হস্তক্ষেপ করল না আদালত। তবে হাইকোর্ট জানিয়েছে সেখানে সব রাজনৈতিক দলের জন্য নিয়ম সমান হওয়া উচিত।প্রসঙ্গত, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দের নিরাপত্তা দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু বিধানসভার ভেতরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। ফলে বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল বিধায়করা ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী নিয়েই বিধানসভায় প্রবেশ করেন। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের মামলা দায়ের করেছিলেন শুভেন্দু। তাতেই হল রায় দান।বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিংহ নির্দেশ দিয়েছেন যে বিধানসভার সচিব যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য। আর সেই রিপোর্ট মেনেই চলতে হবে। রিপোর্ট অনুযায়ী নিয়ম মেনে সবাই চলছেন কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে সচিবকেই।

এই মামলায় বিধানসভার সচিব উচ্চ আদালতকে রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছিলেন যে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে মন্ত্রী, বিধায়ক সহ অন্যান্য সকল সদস্যের জন্য নোটিশ রয়েছে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে কেউ বিধানসভার কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। আসলে তৃণমূল বিধায়কদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে বিধানসভা ভবনের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে, কিন্তু বিজেপি বিধায়কদের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই। ফলে যখন বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় আসেন, তখন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই দ্বিচারিতা কেন, সেই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার আদালত জানিয়েছে যে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে আদালত সরাসরি কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। তবে নিয়ম সকলের জন্যই একই রকম হওয়া উচিত।

মহাসড়ক যেন শাপেবর, মেজবিলে মহিলাদের দুর্গাপুজো এবার দুশ্চিন্তাহীন

হরেকৃষ্ণ মণ্ডল,ফালাকাটা:

নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কারণে এবার আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের পলাশবাড়িতে উদয়ন ক্লাব ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব দুর্গাপুজো নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। জায়গার অভাবে এবার এখনও দুই ক্লাবের পুজোর বাজেট ঠিক হয়নি। ফালাকাটার আরও বেশি কিছু এলাকায় জায়গা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন পুজোর উদ্যোক্তারা। তবে সেক্ষেত্রে মহাসড়ক যেন শাপেবর মেজবিলের ক্ষেত্রে। কারণ,মেজবিল এলাকায় চার লেনের পাকা রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে এখন

এরপর ৬ পাতায়

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাইরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের টিশার্ট বিলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- মঙ্গলবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য ও আইনের পরীক্ষা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুরোধ সত্ত্বেও পরীক্ষার দিনবদল করেনি CU।

তা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। CU-র অধীনস্থ কলেজগুলোতে একদিকে যখন হলে পরীক্ষা চলছিল, তখন অন্যদিকে, বাইরে সমর্থকদের টিশার্ট বিলিও চলল। এমনকি টিশার্ট বিলি করতে দেখা গেল সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষ জাফর আলি খানকে। বিতর্ক দানা বাঁধতেই তিনি অবশ্য বললেন, "পরীক্ষা দোতলা, তিনতলায় হচ্ছে।ছাত্রদের অনুরোধেই দিয়েছি। ওরা বলল এতবার।" সভা হয় মেয়ো রোডের গান্ধী মূর্তিতে। সেখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলো যতটা কাছে, তার থেকে বর্ধমান অনেকটাই দূর। বুধবার রাত পর্যন্তও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা জানতেন, পরীক্ষা হচ্ছে।

কিন্তু পরীক্ষা দিন সকালেই হঠাৎ একটা নোটিস। তাতে তাঁরা জানতে পারলেন পরীক্ষা আজ হচ্ছে না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে কোনও অনুরোধ করা হয়নি, তাদের পরীক্ষা নিয়ে কোনও বিতর্কও হয়নি। তবুও পরীক্ষা স্থগিত।তবে কলকাতায় সব মিলিয়ে ৮১টা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। আবার কলেজের গেট থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্ররা মিছিলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। কলেজের ভিতরেও ধরা পড়েছে দুটো ছবি। যেমন সাউথ সিটি কিংবা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে গিয়ে দেখা গেল, একদিকে ক্লাসরুমে পরীক্ষা হচ্ছে, অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা ফ্লেগ, ফেস্টুন নিয়ে মিছিলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস, এরকম তো সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই ছাত্র সংগঠনেরই প্রতিষ্ঠা দিবস আছে। তাতে যদি সব এরকম প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা বন্ধ রাখতে হয়, তাহলে ভয়ঙ্কর কথা।" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো পরীক্ষা নিচ্ছে, বর্ধমান কেন পারল না? সে প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বুঝতে পেরেছে, আজকে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে যাবে, মিছিলে যাবে। যানজট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে,

ছাত্র সমাবেশের ভিড় সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙলেন অভিষেক

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

মঙ্গলবার ছাত্র সমাবেশের ভিড় সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়ো রোডের সমাবেশে থিক থিকে ভিড়। এদিনের মঞ্চ থেকে আরও একবার আরজি কাণ্ডের প্রসঙ্গ অভিষেকের মুখে। অপরাজিতা বিল কেন এখনও পাশ হল না, সুর চড়ালেন তিনি। SIR, নির্বাচন কমিশনকে এদিনও তোপ দাগেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন হাইভোল্টেজ ভাইরাসরা হিংসা করে টাকা আটকে রেখেছে। SIR করে ভোটাধিকার কাড়ার চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশন কারোর ললিপপ খেলে, সেটা দুর্ভাগ্যের।২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক, যাদের কাজ ভাল, তাদের ডেকে নিয়ে যায়, এখন অত্যাচার করছে।আমাদের এখানেও দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে, আমরা তো অত্যাচার করি না। আমরা কিন্তু ২ কোটি লোকের চাকরি দিয়েছি।হাইভোল্টেজ ভাইরাসরা হিংসা করে টাকা আটকে রেখেছে। SIR করে ভোটাধিকার কাড়ার চেষ্টা করছে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কলেজ নির্বাচন বক্সী দা আমাদের সিনিয়র। আশুতোষ কলেজে ইলেকশন হচ্ছে। আমি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। গাড়িতে এসে সিপিএমের গুন্ডারা ২ টো ছেলেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তখন বক্তৃতা দেওয়ার ফাঁকে জল খেতে গিয়েছিলাম, তখন দেখি এই কাণ্ড।আমি গিয়ে কলার চেপে ধরি। ওরা আমাকে পাইপগান নিয়ে তাড়া করল। বক্সীদের পাড়ায় শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভান্ডার বলে একটা দোকান রয়েছে। এখনও রয়েছে।

তার পাশে রেস্টুরেন্টে ছিল। সেখানে বসে থাকা কয়েকজন দেখতে পেয়ে আমাকে রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়ে দিল, ওরা আর খুঁজে পায়নি। নাহলে সেদিনই আমাকে মেরে দিত। হাজরার মোড়ে ডান্ডা মারে। সব জায়গায় তো আমাদের লোক থাকে, এক এক জায়গায় অন্যদের লোকও থাকে। তারা তাদের মতো, কেউ কেউ দুষ্টুমি করে, কেউ কেউ মিষ্টিমি করে। আমরা মিষ্টিমি করি, দুষ্টুমি করি না।শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নত করতে ৬৯ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছি। সকল রাজ্যের সেরা আমার বাংলা ভূমি। আমার কন্যাশ্রী পৃথিবীর সেরা পুরস্কার পেয়েছে। কারণ সুব্রত দার নেতৃত্বে আমরা কাজ করতাম। মেয়েদের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার কেউ ছিল না, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তো তখন ছিল না, তখন আমাকে সব প্রোগ্রামে বক্তৃতা দিতে নিয়ে যেত। বাইরেও গিয়েছি। আমার মতো দেশটাকে ভাল কেউ চেনে না।

অভিষেক বলেন আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারের বকেয়া পাওনা টাকা মিটিয়েছেন।আমরা যদি এই লড়াই করতে পারি, তাহলে ১০ কোটি বঙ্গবাসী, যাদের বাংলাদেশি বলেছে ওরা, তাদের হয়েও লড়াইয়ে নামব। যারা বাংলাকে অপমানিত করে, বলে বাংলা বলে ভাষা নেই, তাদের জবাব দেব!

তৃনমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার সময় আহত বহু তৃণমূল ছাত্র নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে যোগ দিতে আসার সময় আক্রান্ত দুই টিএমসিপি কর্মী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে যোগ দিতে আসার সময় লিলুয়ায় ট্রেনের ভেতরে আক্রান্ত দুই টিএমসিপি কর্মী। আক্রান্ত এক কর্মীর নাম অর্ণব রায়।তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে যোগ দিতে আসার সময় লিলুয়ায় ট্রেনের ভেতরে আক্রান্ত দুই টিএমসিপি কর্মী। আক্রান্ত এক কর্মীর নাম অর্ণব রায়। তিনি ডানকুনি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের টিএমসিপি প্রেসিডেন্ট বলে জানা গিয়েছে। অপর আক্রান্তের নাম রাজ রায়। তিনি একটি স্কুলের পড়ুয়া। সংবাদ মাধ্যমকে ডানকুনি ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শুভজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, মেয়ো রোডের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন তাঁরা। ১১টা ২০-এর বারুইপাড়া লোকালে ছিলেন তাঁরা। সকলে জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে

এরপর ৪ পাতায়

উত্তর শালবাড়ীতে ফের বাঘের হামলা স্কুল পড়ুয়া কিশোরকে টেনে নিয়ে গেল চিতাবাঘ

বেবি চক্রবর্ত্তী

গতকাল রাতে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ির উঠোন পারে যায় কিশোর। আচমকা একটি চিতা বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে কিশোরটিকে টেনে নিয়ে যায়। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে এলেও তাকে আর রক্ষা করা যায়নি। পাশাপাশি এলাকায় প্রবল আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও একাধিকবার এই অঞ্চলে বাঘের আক্রমণ ঘটেছে। প্রতিবারই সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বা গুরুতর জখম হয়েছেন। তবুও বনদপ্তর কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, ঘটনার ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ ঘটনা সালে পৌঁছালেও বনদপ্তরের কোনো কর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি বলে অভিযোগ । ফলে গ্রামবাসীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এক প্রতিবেশীর কথায়, "প্রায়ই বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়ছে। আমরা ভয়ে দিন কাটাই। আজ আলামিনকে নিয়ে গেল, কাল

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভারতীয় বায়ু সেনা জম্মু ও পাঞ্জাবে বন্যা পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে

বন্যা বিধ্বস্ত উত্তর পাঞ্জাব এবং জম্মু অঞ্চলে ভারতীয় বায়ু সেনা দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। এই কাজের মাধ্যমে দেশ সেবার প্রতি নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা পুনর্ব্যক্ত করেছে বায়ু সেনা।

ভারতীয় বায়ু সেনার জাহাজ ও হেলিকপ্টার উত্তরাঞ্চলের নিকটবর্তী জায়গাগুলিতে দ্রুত পরিষেবা শুরু করে। এর ফলে, বেশি সংখ্যক মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য অতিরিক্ত হেলিকপ্টার তৈরি রাখা হয়েছে।

জম্মুর আখনূর অঞ্চলে সেনাবাহিনীর ১২ জন জওয়ান ও ৩ জন বিএসএফ মহিলা কন্সটেবল সহ ১১ জন বিএসএফ কর্মীকে বন্যা কবলিত অঞ্চল থেকে সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

পাঞ্জাবের পাঠানকোট অঞ্চলে ভারতীয় বায়ু সেনার হেলিকপ্টার বন্যার জল বাড়তে থাকায় আটকে পড়া ৪৬ জন নাগরিককে সাফল্যের সঙ্গে উদ্ধার করে। এছাড়াও, ৭৫০ কিলোগ্রামের বেশি ত্রাণ সামগ্রী ও ওষুধও পৌঁছে দিয়েছে বায়ু সেনা।

এক বিপজ্জনক অভিযানে ৩৮ জন সেনাকর্মী ও ১০ জন বিএসএফ কর্মীকে বন্যা কবলিত ডেরা বাবা নানক ক্ষেত্র থেকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে। আটকে পড়া অন্য কর্মীদের উদ্ধারের জন্য অতিরিক্ত অভিযান চলছে।

সেনা, বিএসএফ, এনডিআরএফ এবং স্থানীয় আধিকারিকদের সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতীয় বায়ু সেনার উদ্ধার কাজ চলছে।

ভারতীয় বায়ু সেনা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে এবং প্রয়োজনে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

দেবাদিদেবকে আমন্ত্রণ পাঠান নি। এতে দেবাদিদেব রুষ্ট না হলেও তিনি নিজের স্ত্রী পার্বতী কে না করেছিলেন দক্ষযজ্ঞে যেতে। কিন্তু পার্বতী দেবাদিদেবের কথা না মেনেই দক্ষযজ্ঞে যান। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে পিতা দক্ষ পার্বতীর সামনেই দেবাদিদেব মহাদেবের চলন-বলন, সাজ-সজ্জা নিয়ে কটূক্তি করেন। ভরা সভায় নিজ স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে পার্বতী যজ্ঞকুণ্ডেই আত্মাহুতি দেন। পার্বতীর মৃত্যুর খবর পেয়ে মহাদেব শুরু করলেন তাণ্ডব। শেষে সৃষ্টি বিনাশ হয়ে যাবে এই আশংকায় বিষ্ণু উনার চক্র দিয়ে পার্বতীর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার সময় আহত বহু তৃণমূল ছাত্র নেতা

আসছিলেন। ট্রেন লিলুয়া স্টেশন ছাড়তেই ট্রেনের ভিতরে থাকা এক ব্যক্তি অর্ণবদের উপরে চড়াও হন বলে অভিযোগ। ওই ব্যক্তির পিঠে ব্যাগ ছিল। হঠাৎই মারতে শুরু করেন তিনি। একজনের মাথা ফেটে যায়, রক্তাক্ত হন দ্বিতীয় জনও।পরে হাওড়া হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে।

আরপিএফের কাছে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানান তাঁরা।

এই ঘটনায় বিজেপি যুক্ত থাকতে বলে মনে করছে তৃণমূল। পাল্টা বিজেপির দাবি, এ ঘটনা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। তৃণমূলের অভিযোগ,জয় বাংলা স্লোগান তোলায় হিন্দিভাষী কয়েকজন তেড়ে এসে এই আক্রমণ চালায়।পরে হাওড়া হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেজন্য চণ্ডীর পুংলিঙ্গ, চণ্ডকে কোনও বৈদিক ও পৌরাণিক প্যান্থিয়নে পাওয়া যায় না, যদিও বজ্রযানের অক্ষোভ্যকুলে তিনি ঈশ্বর।

চণ্ডরোষণ। বিনয়তোষের বই থেকে

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) - আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় অভিযান - রূপান্তরকারী প্রভাবের ১১ বছর পূর্ণ

নতুন দিল্লি, ২৮ অগাস্ট ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৮ অগাস্ট ২০১৪। ভারতের আর্থিক পরিমণ্ডলে রূপান্তরকারী প্রভাবের ১১ বছর পূর্ণ হল। বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অভিযান হিসেবে পিএমজেডিওয়াই লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত নাগরিককে ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন দিশা দিয়ে চলেছে।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন এক বার্তায় বলেছেন, "আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। সর্বজনীন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সুযোগ দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষকে সংগঠিত অর্থনীতিতে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সুযোগ থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা এনে দেয়।"

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "ঋণের সুবিধা প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সঞ্চয় ও লগ্নি বৃদ্ধি করতে ডায়রেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) ব্যবহার করে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে পিএমজেডিওয়াই অন্যতম প্রধান পথ।"

শ্রীমতী সীতারমন বলেছেন, "গত ১১ বছরে ৫৬ কোটির বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। জমার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা। বিনামূল্যে ৩৮ কোটির বেশি রুপেকার্ড দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধার্থে।"

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "এটা উল্লেখযোগ্য যে পিএমজেডিওয়াই-তে ৬৭% অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে গ্রাম অথবা আধাশহর অঞ্চলে এবং ৫৬% অ্যাকাউন্ট খুলেছেন মহিলারা। এতে বোঝা যায়, কীভাবে দূরবর্তী শহরে বসবাসকারী বঞ্চিত ব্যক্তিকে সংগঠিত আর্থিক ক্ষেত্রে আনা হয়েছে।"

কেন্দ্রীয় অর্থপ্রতিমন্ত্রী শ্রী পঙ্কজ চৌধুরী এই উপলক্ষে তাঁর বার্তায় বলেছেন, "শুধুমাত্র দেশে নয়, সারা বিশ্বেই পিএমজেডিওয়াই একটি অন্যতম সবচেয়ে সফল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগ । জনধন যোজনা মর্যাদা, ক্ষমতায়ন এবং সুযোগের পরিচায়ক।"

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার :

অর্থমন্ত্রক প্রান্তিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়েপড়া শ্রেণীকে শক্তিশালী আর্থিক অন্তর্ভুক্তি রণকৌশলের মাধ্যমে সহায়তা দিতে দায়বদ্ধ। পিএমজেডিওয়াই নিশ্চিত করছে যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, তাঁর যেন একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে – শূন্য ব্যালেন্স এবং কোন মাশুল ব্যতীত। প্রত্যেক অ্যাকাউন্টে বিনামূল্যে রুপে ডেবিট কার্ড দেওয়া হয়। ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বিমা থাকে। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফ্টের সুবিধাও আছে।

পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টের বৈশিষ্ট্য :

পুরোপুরি কেওয়াইসি থাকা পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স অথবা লেনদেনের পরিমাণ নিয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

টাকা জমা করা যায় ব্যাঙ্কের শাখায় এবং এটিএম / সিডিএম-এর মাধ্যমে।

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

এসএসসি মামলায় সুপ্রিম ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য

বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলে আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছে।কেন এখনও দাগি-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে পারল না কমিশন তা নিয়েও আজ প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতিদের বেঞ্চ। এদিন আদালতের নির্দেশের কোনও অনথ্য হলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলে আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার আদালতে ২০১৬ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক বিষয় নিয়ে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার। এদিন মামলা চলাকালীন কমিশনের পক্ষের আইনজীবীকে বিচারপতি কুমার সাফ জানিয়ে দেন, 'আপনাদের কাছে 'অযোগ্য' প্রার্থীদের তালিকা রয়েছে। আপনারা যদি ওই প্রার্থীদের ছাড় দেন, তাহলে তার ফল ভুগতে হবে।' পাশাপাশি এদিন চিহ্নিত অযোগ্যদের হয়ে কমিশন কেন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তা নিয়েও প্রশ্নের বিচারপতির প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল S S C - আইনজীবীকে।

আজ আদালতে মামলা চলাকালীন বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কলঙ্কিত হয়েছে। কারণ রাজ্যের কিছু মন্ত্রী চেয়েছিলেন তাঁদের বাছাই করা প্রার্থীরা থাকুক। এবং এই ত্রুটিপূর্ণ নোয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য কমিশন, ও রাজ্যকেই কার্যত দায়ী করেছেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার।

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) - আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় অভিযান - রূপান্তরকারী প্রভাবের ১১ বছর পূর্ণ

কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারি সংস্থা ও দপ্তর প্রদত্ত চেক জমা অথবা যেকোন ইলেক্ট্রনিক চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ জমা।

মাসে জমার সংখ্যা এবং পরিমাণের কোন সীমা নেই।

মাসে ন্যূনতম বিনামূল্যে চারবার টাকা তোলা যাবে এটিএম সহ।

বিনামূল্যে রুপে ডেবিটকার্ড, তার সঙ্গেই ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা।

এক দশকেরও বেশি রূপান্তর :

গত ১১ বছরে পিএমজেডিওয়াই রূপান্তরকারী এবং দিকনির্দেশকারী পরিবর্তনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। দরিদ্রতম এবং দূরতম স্থানে বসবাসকারী নাগরিককে পরিষেবা দিতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। ডিবিটি-র প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সরকারি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সঙ্গে এবং দুর্নীতিমুক্ত ভাবে।

জনসুরক্ষা কর্মসূচি – প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার মতো কর্মসূচির মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে জীবন ও দুর্ঘটনা বিমা দিতে পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

জেএএম ত্রয়ী : পট পরিবর্তনকারী :

পিএমজেডিওয়াই-কে কেন্দ্রে রেখে জন-ধন-আধার-মোবাইল (জেএএম) ত্রয়ী প্রমাণিত হয়েছে ভর্তুকি প্রদানের জন্য অপচয়রোধী ব্যবস্থা হিসেবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ডিবিটি কর্মসূচিতে ৬.৯ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির পূর্ণ রূপায়ণ সংক্রান্ত অভিযান (০১.০৭.২০২৫ – ৩০.০৯.২০২৫) :

কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করতে, নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং ক্ষুদ্র বিমা ও পেনশন কর্মসূচির প্রসারে ব্যাঙ্কগুলি ০১.০৭.২০২৫ – ৩০.০৯.২০২৫-এর মধ্যে শিবিরের আয়োজন করছে।

মাইলফলক এবং সাফল্য :

ক) ২০২৫-এর ১৩ অগাস্ট পর্যন্ত পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টের সংখ্যা পৌঁছেছে ৫৬.১৬ কোটিতে।

খ) পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টগুলিতে জমার পরিমাণ পৌঁছেছে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৫৬ কোটিতে। ২০১৫-র অগাস্টের তুলনায় প্রায় ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে জমার পরিমাণ।

গ) ১৩ অগাস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট প্রতি গড় জমার পরিমাণ ৪,৭৬৮ টাকা।

ঘ) ১৩ অগাস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ৩৮.৬৮ কোটি রুপেকার্ড দেওয়া হয়েছে।

পিএমজেডিওয়াই-এর সাফল্য এসেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অভিযান, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের দ্বারা এবং ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সংহতির মাধ্যমে। পূর্বে যারা সংগঠিত আর্থিক কার্যকলাপের বাইরে ছিলেন, তাঁরা জমা এবং ঋণের সুযোগ পেতে সক্ষম হচ্ছেন। মুদ্রা লোন সহ বিভিন্ন ঋণের সুবিধা পাওয়ায় একজন ব্যক্তি তাঁর আয় বৃদ্ধি করতে এবং আর্থিক সংগতি গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন। দ্বাদশ বছরে পৌঁছে পিএমজেডিওয়াই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের আলোকবর্তিকা হয়ে কাজ করে চলেছে। এই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য আর্থিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে যাত্রাপথে যাতে কোন নাগরিক পিছনে পড়ে না থাকেন তা নিশ্চিত করতে ভারতের দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

(২ পাতার পর)

মহাসড়ক যেন শাপেবর,মেজবিলে মহিলাদের দুর্গাপুজো এবার দুশ্চিন্তাহীন

ধুলোও ওড়ে না। গতবারও ছবিটা এরকম ছিল না। কিন্তু এবার সবার আগে মেজবিল বাসস্ট্যান্ড এলাকাতেই মহাসড়কের কাজ সম্পন্ন হয়। তাই নিশ্চিন্তে মেজবিলের মহিলা পুজো উদ্যোক্তারা প্রস্তুতি শুরু করেছেন। এই পুজো এবার কেন দুশ্চিন্তাহীন? উদ্যোক্তারা বলছেন,২০১৯সালে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি মহাসড়কের কাজ শুরু হয়। সেবার থেকেই পুজো করতে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। মেজবিল রাসমেলার মাঠেই পুজো হয়। কিন্তু তখন মাঠের অর্ধেক জায়গাজুড়ে পড়ে থাকত নির্মাণ সামগ্রী। খানাখন্দে ভরা ছিল রাস্তা। ধুলো উড়ত। এজন্য পুজোর প্যান্ডেল করতে সমস্যা হত। এবারের পুজো কমিটির সভাপতি গীতারানি সেনের কথায়,'২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৬বছর আমাদের পুজো চালাতে সমস্যা হয়েছিল। যদিও পুজো কোনওবার বন্ধ হয়নি। কিন্তু এতদিন প্যান্ডেল করতে সমস্যা হত। অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্মীয়মাণ মহাসড়ক। তবে এবার পরিস্থিতি বদলেছে। তাই ভালোভাবে পুজোর প্রস্তুতিও চলছে।' এখন মেজবিল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রায় তিন কিমি রাস্তায় চার লেনের পাকা কাজ হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে কোথাও নির্মাণ সামগ্রী নেই। ধুলোর সমস্যাও আপাতত এই এলাকায় নেই। রাস্তার পাশে মাঠে সবুজ ঘাসে এবার ভালোভাবেই পুজোর মন্ডপ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ গড়ে তোলা যাবে বলে কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা গৌরি মহন্ত ও অঞ্জনা বর্মন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে কয়েক দফায় পুজো নিয়ে মহিলাদের মিটিং হয়েছে। বাজেট ঠিক হয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। গোটা মেজবিল এলাকার মানুষের আর্থিক সহযোগিতায় এই পুজো সম্পন্ন হয় বলে জানালেন কোষাধ্যক্ষ সীমা রায়। তাঁর কথায়,'বার বার আবেদন করেও আমরা রাজ্য সরকারের অনুদান পাইনি। তাই গতবার থেকে আবেদন করা ছেড়ে দিয়েছি। নিজেদের ও এলাকাবাসীর চাঁদায় এই পুজো করা হয়।'মেজবিলের মহিলাদের পুজো অবশ্য বেশি পুরোনো নয়। এই মেজবিল মূলত রাসমেলার জন্য বিখ্যাত। তাই এখানে আগে দুর্গাপুজো হত না। তখন এলাকার বাসিন্দারা পুজোর সময় পলাশবাড়ি বা শিশাগোড়ে যেতেন। পুরুষরা পুজো নিয়ে সেরকম ভাবতেন না। তাই স্থানীয় মহিলারাই পুজোর উদ্যোগ নেন।

(৩ পাতার পর)

উত্তর শালবাড়ীতে ফের বাঘের হামলা স্কুল পড়ুয়া কিশোরকে টেনে নিয়ে গেল চিতাবাঘ

আর কাকে নিয়ে যাবে কে জানে। অথচ প্রশাসন এখনো পর্যন্ত নীরব। এলাকাজুড়ে এখন শোকের পাশাপাশি তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বনদপ্তর ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক।যদিও এ বিষয়ে বনদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হলে কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এলাকায় এখনো উত্তেজনা রয়েছে। অবশেষে বনদপ্তরের টিম এলাকায় পৌঁছায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ, SDPO ধুপগুড়ি, সহ ধুপগুড়ি এবং বানারহাট থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায়।

সিনেমার খবর

লিভ টুগেদারের বিরুদ্ধে আবারও সোচ্চার কঙ্গনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত আবারও লিভ টুগেদার বা একত্রবাসের বিরোধিতায় মুখ খুললেন। বরাবরের মতোই তিনি এবারও এর বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের স্বঘোষিত আধ্যাত্মিক গুরু অনিরুদ্ধাচার্যের এক মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক। ওই ধর্মগুরু বলেন, "এখনকার পুরুষেরা ২৫ বছর বয়সী নারীদের জীবনসঙ্গী হিসেবে খোঁজেন। অথচ ততদিনে সেই নারীরা চার-পাঁচ জনের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে ওঠেন।"

এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন অভিনেত্রী দিশা পাটনির বোন খুশবু পাটনি। তিনি অনিরুদ্ধাচার্যকে 'দেশদ্রোহী', 'নারীবিদ্বেষী' এবং 'নপুংসক' বলেও আক্রমণ করেন। সেই প্রসঙ্গেই এবার মুখ খুলেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত।

কঙ্গনার মতে, লিভ টুগেদার সম্পর্ক নারীদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। তিনি বলেন, 'বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুরুষেরা নারীদের গর্ভবতী করে ফেলতে সক্ষম। আদালত এখন বলে, একত্রবাসও বিয়ের মতোই। সম্পর্ক থাকলে নারীর স্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্য। সব আইন নারীদের পক্ষেই রয়েছে।'

তবে এই 'আইনি নিরাপত্তা'র মাঝেও কঙ্গনার আশঙ্কা, লিভ টুগেদারে নারীরাই সবচেয়ে বেশি অসহায় অবস্থায় পড়েন। খুশবু পাটনির মন্তব্যের প্রসঙ্গে কঙ্গনা বলেন, 'আপনি সাধু-সন্তদের গাল দিচ্ছেন। কিন্তু একজন বড় বোনের মতো বলতে পারি, লিভ টুগেদার মেয়েদের জন্য ভালো নয়।'

লিভ টুগেদার সম্পর্কে থাকা নারীদের উদ্দেশে কঙ্গনার প্রশ্ন, 'যদি গর্ভপাত করাতে হয়, আপনাকে কে সাহায্য করবে? যদি আপনি একত্রবাসের সময় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন, তখন দেখভাল করবে কে? আমরা নারীরা যতই শক্তিশালী হই না কেন, বিজ্ঞান বলছে— পুরুষেরা সম্পর্ক ছেড়ে চলে যেতে পারে, নারীরা পারে না।'

তিনি আরও বলেন, 'পুরুষেরা মঙ্গলের জাতক আর নারীরা শুক্রের। আধুনিক হলেও বাস্তব বদলায় না। সমীক্ষা বলছে, পুরুষদের প্রশ্ন করলে কী রকম নারী তাদের পছন্দ— উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু নারীদের সেই প্রশ্ন করলে, উত্তর প্রায় একই রকমই শোনা যায়।'

কঙ্গনার এই মন্তব্য ঘিরে ইতোমধ্যেই নেটমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ তার বক্তব্যকে 'রক্ষণশীল' আখ্যা দিচ্ছেন, আবার কেউ 'বাস্তবমুখী' বলেও সমর্থন করছেন।

'ওয়ার টু' মুক্তির দুই দিনে পার করেছে ১০০ কোটির মাইলফলক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অয়ন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত 'ওয়ার টু' সিনেমা মুক্তির মাত্র দুই দিনের মধ্যে ১০০ কোটির বাণিজ্য অতিক্রম করেছে। মুক্তির আগে থেকেই দর্শকমহলে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, এবং মুক্তির পর সেই ভালোবাসা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বক্স অফিসের বিপুল সাফল্যের পর নায়ক হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর এবং নায়িকা কিয়ারা আদবানি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দর্শক ও অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

হৃতিক রোশন লিখেছেন, "কবীরের দুনিয়ায় যুদ্ধ জিতে গেলেও এই 'ওয়ার' চলতে থাকুক। সিনেমাহলে আপনাদের মাতামাতি এবং ভালোবাসা আমাকে সত্যিই আপ্লুত করেছে। 'কবীর' আমার অভিনীত চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।"

জুনিয়র এনটিআর জানিয়েছেন, "আপনাদের ভালোবাসা আমি প্রত্যক্ষ করছি। বিক্রম চরিত্রকে ভালোবাসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমাদের পরিশ্রম এবং আপনারা যে পাশে ছিলেন, তা আমাদের সাহস জুগিয়েছে।"

কিয়ারা আদবানি লিখেছেন, "আপনাদের ভালোবাসা কতটা জোরাল তা ইতোমধ্যেই দেখেছি। দর্শকের আবেগ, ভালোবাসা এবং উচ্ছ্বাস আমাদের পরিশ্রমকে সার্থক করেছে।"

'যদি আমি না বলতাম, তাহলেও সমস্যা তৈরি হতো'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হাঁড়ি ভাঙার অনুষ্ঠানে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন জাহ্নবী কাপুর। জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে গিয়ে 'ভারত মাতা কি জয়' রব তুলেছিলেন অভিনেত্রী। তারপরেই ধেয়ে আসে কটাক্ষ। প্রশ্ন ওঠে, জন্মাষ্টমী ও স্বাধীনতা দিবসের মধ্যে পার্থক্য কি জানা নেই জাহ্নবীর? এ বার সেই সব কটাক্ষের জবাব দিলেন অভিনেত্রী নিজেই।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে 'দহি হান্ডি' উৎসবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী। শনিবার মুম্বাইয়ের ঘটকোপারের এই অনুষ্ঠানটি ছিল। অনুষ্ঠানের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। সেখানে দেখা যায়, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দইয়ের হাঁড়ি ভাঙছেন জাহ্নবী। তার সঙ্গে এই দিন ছিলেন বিজেপি সাংসদ রাম কদম। হাঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কৃষ্ণ নাম করেননি জাহ্নবী। তাঁর কণ্ঠে 'ভারত মাতার জয়' ধ্বনি শোনা যায়। এই দেখেই অবাক হয়ে যায় নেটিজেনরা। কটাক্ষ শুনেই অভিনেত্রী নিজেই সমাজমাধ্যমে পাল্টা জবাব দেন।

জাহ্নবী নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ঘটনার পুরো ভিডিওটি ভাগ করে নেন। সেই সঙ্গে অভিনেত্রী লেখেন, "ওদের বলার (ভারতমাতার জয়) পরে যদি আমি না বলতাম, তা হলেও সমস্যা তৈরি হতো। আর বললেও পুরো ভিডিও থেকে একটা অংশ কেটে নিয়ে ব্যঙ্গ শুরু।" কেন জন্মাষ্টমীতে ভারতমাতার জয় বলা হয়েছে তা নিয়ে নিন্দুকেরা প্রশ্ন তোলেন। জাহ্নবী সেই প্রসঙ্গে বলেন, "শুধু জন্মাষ্টমীর দিন নয়। রোজ বলব, 'ভারতমাতার জয়'।"

জাহ্নবীর এই উত্তরে সন্তুষ্ট তার অনুরাগীরা। অভিনেত্রী এই মুহূর্তে ব্যস্ত তার আসন্ন ছবি 'পরম সুন্দরী' নিয়ে। ছবির গান ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। সিদ্ধার্থ মালহোত্রের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তিনি।

জিম্বাবুয়ে সিরিজে নেই হাসারাঙ্গা, এশিয়া কাপেও শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শ্রীলঙ্কার তারকা অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নিচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপেও তার খেলা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৭ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করে। সেখানেই নিশ্চিত হয়, দলের নিয়মিত মুখ হাসারাঙ্গা নেই এই সফরে। এর আগে, বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ চলাকালীন হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট পুরোপুরি সেরে না ওঠায় তাকে দলের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে, হাসারাঙ্গার অনুপস্থিতিতে লঙ্কানদের স্পিন আক্রমণের মূল দায়িত্ব থাকবে মাহেশ থিকসানা ও উদীয়মান স্পিনার দুনিথ ভাল্লালাগের কাঁধে। দুজনই আছেন ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দুই স্কোয়াডেই।

জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ৩ সেপ্টেম্বর হারারে স্পোর্টস ক্লাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে একই ভেন্যুতে, যথাক্রমে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর।

শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড: চরিথ আশালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাতুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, নুয়ানিদু ফার্নান্দো, কামিন্দু মেন্ডিস, কামিল মিশারা, ভিশেন হালামবাগে, দাসুন শানাকা, দুনিথ ভাল্লালাগে, চামিকা করুনারত্নে, মাহেশ থিকসানা, দুশান হেমন্ত, দুশ্মন্ত চামিরা, বিনুরা ফার্নান্দো, নুয়ান তুশারা ও মাথিশা পাথিরানা।

জার্সিতে নাম পরিবর্তন করলেন হালান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাতীয় দলের জার্সিতে নাম পরিবর্তন করলেন ম্যানচেস্টার সিটির তারকা ফরোয়ার্ড আর্লিং হালান্ড। নরওয়ের জার্সির পেছনে এবার থেকে তার পুরো পদবি লেখা হবে 'Brout Haaland' (ব্রাউট হালান্ড)। নিজের পূর্ণ পরিচয়কে সম্মান জানাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

২৫ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার বর্তমানে জাতীয় দলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সূচির প্রস্তুতিতে রয়েছেন। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে এক প্রীতি ম্যাচ খেলবে নরওয়ে। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে তাদের প্রতিপক্ষ মলদোভা।

নরওয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলছে গ্রুপ 'আই'-তে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো হলো- ইসরায়েল, ইতালি, এস্তোনিয়া এবং মলদোভা। বড় টুর্নামেন্টে কখনো খেলতে না পারা হালান্ড এবার নিজ দেশকে বিশ্বমঞ্চে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রিমিয়ার লিগে নতুন মৌসুমের শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে হালান্ডের। প্রথম ম্যাচেই উলভসের বিপক্ষে জোড়া গোল করে নিজের ফর্মের জানান দিয়েছেন। ক্লাবের হয়ে যেমন ধারাবাহিক, জাতীয় দলের জার্সিতেও তিনি ভয়ঙ্কর- ৪৩ ম্যাচে করেছেন ৪২ গোল।

বিশ্বকাপ বাছাই: আর্জেন্টিনার শেষ দুই ম্যাচের প্রাথমিক স্কোয়াডে আছেন যারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

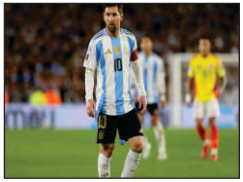

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ দুই ম্যাচের জন্য ৩১ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে সেপ্টেম্বরে খেলতে নামবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

স্কোয়াডে আছেন লিওনেল মেসি। তবে আলোচনায় নতুন মুখ হোসে মানুয়েল লোপেজ। ব্রাজিলের পালমেইরাসে খেলা ২৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার গত মৌসুমে ৪২ ম্যাচে করেছেন ১৫ গোল। লাৎসিওর ফরোয়ার্ড ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোসের জায়গায় ডাক পেয়েছেন তিনি।

গত জুনের স্কোয়াড থেকে কিছু পরিবর্তন এনেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। বাদ পড়েছেন এনজো ফার্নান্দেজ, নিকো দমিনগেজ ও ভালেন্তিন বার্কো। তাদের বদলে এসেছেন হুলিও সোলের, অ্যালান ভারেলা ও ভালেন্তিন কারবোনি। প্রায় এক বছর পর ইনজুরি কাটিয়ে ফিরেছেন কারবোনি। অন্যদিকে নিষেধাজ্ঞার কারণে জায়গা হয়নি ফার্নান্দেজের।

তরুণদের ওপর ভরসা রেখেছেন স্কালোনি। ম্যানচেস্টার সিটির ১৯ বছরের মিডফিল্ডার ক্লদিও এচেভেরি এবং রিয়াল মাদ্রিদের ১৮ বছরের ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোও রয়েছেন প্রাথমিক দলে। তবে চোট কাটিয়ে ফিরতে না পারায় বাদ পড়েছেন গঞ্জালো মন্তিয়েল ও পাওলো দিবালা।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। ১৬ ম্যাচ শেষে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে তারা। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ভোরে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে নামবে দলটি। চার দিন পর ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের বিপক্ষে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে স্কালোনির শিষ্যরা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR